তারিখ ... 23 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ......

দৈনিক
আমাদের সময়

পানির নিচে স্কুল, কমছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক •

হাওরাঞ্চলে পাহাড়ি ঢল আর অতিবৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে লাখ-লাখ হেক্টর জমির ধান। পানিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি হয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অস্বাভাবিক মড়ক লেগেছে। জীবিকার উৎস হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন হাওরবাসী। বন্যার ধাক্কা লেগেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও। পানিতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় স্কুলগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কমেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি। অনেক জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পানি ওঠায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে। ফলে আগামী ৩০ মে থেকে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সাময়িক পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন।

হাওরে বিপর্যয়

এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হাওরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার জন্য মিড ডে মিল চালু করা, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, জেলায় এক হাজার ৪২৫ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ধর্মপাশা উপজেলার ১৯০টি স্কুলে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। বাকি স্কুলগুলোতে স্কুল ফিডিং চালুর প্রস্তাব করেছি। এটা না করলে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে শিক্ষকদের হোম ভিজিট করার নির্দেশ দিয়েছি।

তিনি বলেন, আগামী ৩০ মে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের জন্য করণীয় নির্ধারণে ২৫ মে সমন্বয় সভা করব।

শিক্ষাবিদ নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এক ফসলের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে হাওর এলাকার মানুষ। এবার হাওর আগাম তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে এসেছি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানির নিচে তলিয়ে গেছে।

তিনি বলেন, শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করার জন্য। পানি সরে গেলেই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

পানির নিচে স্কুল

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) প্রতিষ্ঠান সংস্কার করে দ্রুত চালু করা হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে ঝরে না পড়ে সে দিকটিও আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।

এদিকে অভিভাবকদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার্থী ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

তিনি বলেন, সাইক্লোনপ্রবণ এলাকায় সাইক্লোন শেল্টার থাকে। কিন্তু হাওর এলাকায় সে ধরনের কিছু নাই। শিক্ষার্থীদের বইপুস্তকও ভেসে গেছে। শিক্ষার্থী ধরে রাখতে প্রয়োজনীয়তা আগে চিহ্নিত করা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ক্ষতিগ্রস্তের পরিসংখ্যান তৈরির জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী ধরে রাখতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। হাওর এলাকায় মিড ডে মিল চালু হবে। এ ছাড়া দুর্যোগ এলাকায় প্রয়োজনে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হবে।

ব্যানবেইস
প[illegible]কের কার্যালয়
[illegible] নং.............
....

[illegible] পরিসংখ্যান বিভাগ	
[illegible] ড.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর